কালের কণ্ঠ

18 APR 2016

ছাত্রলীগ নেতাকে 'লেখক' না করায় শিক্ষার্থীকে কক্ষছাড়া!

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ছাত্রলীগের সাবেক এক কেন্দ্রীয় নেতাকে নিয়ে লেখা বইয়ে লেখকের নাম ভাগাভাগিতে রাজি না হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে দুই দফায় হলের কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ওই শিক্ষার্থীর নাম রাজু আহমেদ রাজা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসিমউদ্‌দীন হলের ৩২১ নম্বর কক্ষের আবাসিক শিক্ষার্থী। তাঁর অভিযোগ, বইয়ের লেখক হিসেবে নাম যুক্ত করতে রাজি না হওয়ায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আশিকুল পাঠান সেতু তাঁকে কক্ষছাড়া করেছেন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদ্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলমকে নিয়ে 'দ্য ব্ল্যাক ডায়মন্ড ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ' শীর্ষক একটি বই লিখেছেন রাজা। কিন্তু ওই বইয়ের লেখক হিসেবে রাজার সঙ্গে নিজের নামও দিতে চেয়েছিলেন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আশিকুল পাঠান সেতু। উভয়েই হলের ৩২১ নম্বর কক্ষে থাকতেন। রাজা সেতুর কয়েক বছরের জুনিয়র। গত বইমেলায় বইটি প্রকাশের কথা থাকলেও নাম দিতে রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সেতুই বইটি ছাপতে দেননি।

জসিমউদ্‌দীন হল শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রাজা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্দিকী নাজমুল আলমের নামে বইটি লিখেছেন। বিষয়টি হল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই জানে। কিন্তু রাজা বইটি লিখলেও সিদ্দিকী নাজমুল আলমের কাছে স্নেহভাজন হতে বইটিতে লেখক হতে চেয়েছিলেন আশিকুল পাঠান সেতু। কিন্তু তাতে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাজি না হওয়াতেই রাজাকে কক্ষছাড়া করা হয়েছে।

রাজার ভাষ্য মতে, জসিমউদ্‌দীন হল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই তিনি ৩২১ নম্বর কক্ষের একটি বেড বরাদ্দ পেয়েছেন। চলতি মাসের শুরুর দিকে সেতু তাঁকে ওই কক্ষ থেকে বের করে দেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতাদের মধ্যস্থতায় তাঁর (রাজার) থাকার জায়গা হয় হলের ৩১৬ নম্বর কক্ষে। কিন্তু ২২ মার্চ রাত ২টায় সেখান থেকেও তাঁকে বের করে দেন সেতুর ছোট ভাই হিসেবে পরিচিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক শাহরিয়ার মাহমুদ রাজু। এ ঘটনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ আল হাসানের মধ্যস্থতায় তাঁকে ৩১৬ নম্বর কক্ষে ফিরিয়ে আনা হলেও আবারও কক্ষ থেকে বের করার পরিকল্পনা করছেন সেতু। ইতিমধ্যে সেতুর পরামর্শে হল শাখা ছাত্রলীগের তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক আহমেদ কাওসার তাঁর (রাজার) বেডে আরো দুই ছাত্রলীগকর্মীকে তুলে দিয়েছেন। তাই বৈধ শিক্ষার্থী হয়েও হলে তাঁর থাকার জায়গা হচ্ছে না।

ছাত্রলীগের কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে, সেতু নিজেই বিভিন্নজনের কাছে বলে বেড়িয়েছেন যে তিনি নাজমুলের নামে বইটি লিখেছেন। নাজমুল বিদেশে আছেন, তিনি দেশে ফিরলে বইটি প্রকাশ করবেন।

রাজা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে নাজমুল ভাইয়ের নামে বইটি লিখেছি। সেতু ভাই সব সময় বলতেন, সবাইকে বলবি আমরা দুজনই বইটি লিখেছি। আমি সবার সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দেব। ছাত্রলীগের সব সিনিয়র নেতার বাসায় নিয়ে যাব। কিন্তু আমি লেখক হিসেবে তাঁর নাম দিতে না চাওয়ায় আমাকে রুম থেকে বের করে দিয়েছেন। এরপর অন্য একটি কক্ষে ঠাঁই হলেও পরে সেখান থেকেও বের করে দিয়েছিলেন। তবে আবিদ ভাইয়ের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি) পরামর্শে এখন ৩১৬ নম্বর কক্ষেই থাকছি। কিন্তু কক্ষে বেডের চেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় সামনে পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও পড়ালেখা করতে পারছি না।'

তবে আশিকুল পাঠান সেতু কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। কেউ বই লিখলে সে নিজের নামেই প্রকাশ করবে। আমি তাকে কক্ষ থেকে বের করি নাই।'

জসিমউদ্‌দীন হলের প্রাধ্যক্ষ ড. রহমত উল্লাহ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। সমস্যা সমাধানের জন্য ছেলেটিকে (রাজা) ফ্লোরের আবাসিক শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম। তারপর কী হয়েছে আমি আর জানি না।'

এ বিষয়ে জসিমউদ্‌দীন হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান রনি বলেন, 'আমি শুনেছি বইটি রাজা লিখেছে। সেতু নাকি বইয়ের লেখক হতে চেয়েছিল। রাজা এতে রাজি না হওয়ায় ঝামেলা হয়েছে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ আল হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। এ ধরনের ঘটনা হলে তা অনৈতিক হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী বৈধভাবেই হলে থাকবে।'

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এ ধরনের একটি বই লেখা হয়েছে বলে আমি শুনেছি। কিন্তু বই না লিখে লেখক হতে চাওয়াটা ঠিক নয়। আমি বিষয়টি দেখছি।'